দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

53

# যশোর বোর্ডে কেলেংকারি

এ বছরের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবার কথা ২০শে এপ্রিল। সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা পরীক্ষার্থীরা জীবনের প্রথম বড় ধরনের পরীক্ষাটি মোকাবেলার জন্য শেষ প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেই আবার যশোর বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি নজিরবিহীন কেলেংকারির ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। দেশের চারটি বোর্ড অফিসে অনিয়ম, দুর্নীতি ও হয়রানির ঘটনা নতুন কিছু নয়। তা সত্ত্বেও যশোর বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা–কর্মচারী এবং বেশ কিছুসংখ্যক স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবক মিলে এবার যা ঘটালেন তা নতুন শুধু নয়, লজ্জাজনকও বটে।

কেলেংকারিটির দু'টি পর্ব রয়েছে। এক, এ বছরের পরীক্ষাকে সামনে রেখে বোর্ডের অধীনে ১২৪টি নতুন স্কুলকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে তড়িঘড়ি করে শুধু নয়, বোর্ড মিটিংসহ প্রচলিত সকল নিয়মনীতি উপেক্ষা করে। তদন্তে প্রমাণ হয়েছে যে, গত বছরের ডিসেম্বর ও এ বছরের জানুয়ারির মধ্যে এই স্কুলগুলোকে যশোর বোর্ডের স্কুল মজুরি শাখার একশ্রেণীর কর্মচারী তালিকাভুক্ত করে। দুই, বোর্ডের অধীন অধিকাংশ স্কুলেই বিপুলসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে। এসএসসিতে প্রশ্ন ব্যাংকের সুযোগ এবারই শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ধারণা ছড়িয়েছে যে, এত সহজে আর কখনো পাস করা কিংবা ভাল করা যাবে না। এই ধারণার কারণেই হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, একশ্রেণীর শিক্ষক ও বোর্ডের নিবন্ধন শাখার কর্মচারী ভুয়া রেজিস্ট্রেশন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; কোন নীতি–নৈতিকতাই তাদের ফেরাতে পারেনি।

দুর্নীতিটি ধরা পড়ার পর সংশ্লিষ্ট বোর্ডের উদ্যোগে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। সে কমিটি সকল স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন জমা দিতে বললেও সকল স্কুল নাকি জমা দেয়নি। অভিযোগ উঠেছে, ইউনিয়নের চাপে কমিটির কাজ এগুতে পারেনি। এ অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি যশোর যায়। যুগ্মসচিব সেখানে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে দফায় দফায় আলোচনা করেন। চার হাজারের মতো ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের ঘটনা চিহ্নিত করা হয়। দেখা যায়, অবৈধভাবে অনুমোদিত স্কুলগুলোতে ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের পরিমাণ বেশি হলেও অনুমোদিত স্কুলগুলোতেও এর সংখ্যা একেবারে কম নয়। মুশকিলের কথা, অনেক ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের প্রিন্ট আউট নাকি ইতিমধ্যেই বুয়েটে পাঠানো হয়ে গেছে। এদেরকে কিভাবে ধরা যাবে কেউ জানে না। যুগ্ম–সচিব সাহেব ঢাকা ফিরে এসেছেন শুক্রবার। অনেক অনিয়মের কথাই নাকি তিনি জেনেছেন। কিছুসংখ্যক শিক্ষক তার সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত বলেছেন— কি প্রক্রিয়ায় কারা কারা কি হারে ঘুষ খেয়ে নতুন ধরনের এই দুর্নীতিটি করেছিলেন। কিছু শিক্ষক নাকি এও বলেছেন, যা হবার হয়েছে— পরীক্ষা খুব নিকটে; এবারের মতো মাফ করে দেয়া হোক। তদন্তকারী যুগ্মসচিব তাদের কথার উত্তরে কি বলেছিলেন তা অবশ্য জানা যায়নি।

আমাদের বক্তব্য হলো যে, যশোর বোর্ডে যা ঘটল তা এককথায় দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান নৈরাজ্যেরই বহিঃপ্রকাশ। যশোর বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মচারীরা প্রমাণ করল, একশ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের 'কল্যাণে' তারা নির্লজ্জ অনিয়ম ঘটানোরও সাহস রাখেন। একটি বোর্ডকে ভেঙে চারটি করা হয়েছিল জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের কাজটিকে সুশৃংখল করার জন্য। তা না হয়ে দিন দিন বোর্ড অফিসগুলো পরিণত হয়েছে দুর্নীতির আখড়ায়। যশোর বোর্ডের সাম্প্রতিক ঘটনা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। প্রশ্ন উঠেছে, এবারকার এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে যশোরের মতো অন্যান্য বোর্ডেও একই ধরনের দুর্নীতি ঘটেছে কিনা। কিছুই বলা সম্ভব নয়। এ প্রশ্নও উঠেছে যে, যশোর বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা এ অবস্থায় পিছিয়ে যাবে কিনা। ঐ বোর্ডের হাজার হাজার বৈধ ছাত্রছাত্রী নিশ্চয় মহাদুশ্চিন্তায় রয়েছে। তাদের কথা বিবেচনা করে আমরা আশা করি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। যেসব দুর্নীতিবাজ ও লোভীদের জন্য এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো তাদের শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হওয়াই উচিত। এদের শাস্তি বিধানের কাজে টালবাহানা হলে তা আরও বড় ধরনের দুর্নীতির পথগুলো খুলে দেবে বলে আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডগুলোর কার্যক্রম যারা দেখাশোনা করেন তাদেরকেও দায় থেকে রেহাই দেয়া যায় না। স্কুল অনুমোদন ও রেজিস্ট্রেশন কাজ সঠিকভাবে তদারকি করা হলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না বলেই আমাদের বিশ্বাস।